আমাদের সময়

তারিখ ... 14 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

■ দুর্নীতির আখড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার মান নিয়ে আপস নয়

শিক্ষা যখন একটি লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্যে রূপ নিয়েছে তখনই বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিক ব্যবহার এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে, শিক্ষার মান নিয়ে অহরহই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। শিক্ষকতার মতো মহান পেশাও এখন প্রশ্নবিদ্ধ নৈতিকতার মাপকাঠিতে। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার নামে সনদপত্রের ব্যবসা করে– এমন অভিযোগ অনেক পুরনো। এ অভিযোগের সত্যতাও মিলেছে। দেশের বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মকানুনেরও ধার ধারে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের দাখিলকৃত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল সনদবাণিজ্যই নয়, চালিয়ে যাচ্ছে বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতিও। সব মিলিয়ে অন্তত ২৪ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প পরিসর ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছে, যেখানে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব ও মামলা সমস্যা প্রকট। এক্ষেত্রে দারুল ইহসান, প্রিমিয়ার, সাউদার্নসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির বিরুদ্ধে অন্তত দেড় ডজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলা চলছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় আয়তন, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির স্বল্পতা, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই-পুস্তকের অভাব রয়েছে। সরকারের আইন না মানায় অনেক প্রতিষ্ঠানে ভিসিসহ অন্য পদস্থ কর্মকর্তা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মানের হতে হবে। একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করে। অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম না মেনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

আমাদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। এরই সুযোগ নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অনেক মানহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তদারকি না থাকায় এত দিন নির্বিঘ্নেই চালিয়ে এসেছে অনৈতিক শিক্ষাবাণিজ্য। এটা বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। এখনই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। দূর করতে হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনিয়ম। শিক্ষার মান এবং অনুমোদনের শর্ত পূরণ করেনি– এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের অনুমোদন বাতিল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ধরনের আপস কাম্য নয়।